43

আজকের কাগজ

তারিখ 23 OCT 1995
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

২০-৩০ নভেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করার আহবান

কি ভাবছেন শিক্ষক ও অভিভাবক মহল?

নৃপেন বিশ্বাস : ৯৬ ঘন্টা হরতাল পরবর্তী কর্মসূচি দেয়ার প্রাক্কালে বিরোধী দল আগামী ২০ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করার আহবান জানিয়েছে। বিষয়টি শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। আমরা মহানগরীর কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললে তারা এটাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই সময়সীমার মধ্যে তারা পরীক্ষা নেবেন বলেও ভাবছেন। এ বিষয়ে কয়েকজনের মন্তব্য :

তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ফরিদা বেগম : 'বিরোধী দল থেকে ২০ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করতে বলাটা আনন্দের ব্যাপার। কারণ তারা ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ব্যাপারটা ভেবেছেন। তবে তাদের দেয়া সময়ের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব হবে কিনা তা আমার একার মতামতের ব্যাপার নয়। দেখা যাক প্রয়োজনে শুক্রবারেও পরীক্ষা নেয়া হবে।'

তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর মোহাম্মদ কাওসার আলী : '১৬ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যে আমরা পরীক্ষার প্রোগ্রাম দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে যদি হরতাল হয় তবে সময়সূচি পাল্টাতে হবে। কিন্তু বিরোধী দলের ঘোষিত দশ দিন সময়ের মধ্যে পরীক্ষা নেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সময়টা বাড়াতে পারলে ভালো হতো'।

বিজ্ঞান কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা নাসিমা খান : 'বিরোধী দলের কথা শুনে মনে হয়েছে ছেলেমেয়েদের প্রতি তাদের সচেতনতা রয়েছে'। একই কলেজের গণিত বিভাগের অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন : 'আমরা চাই দু'নেত্রী মিলে একটা সুষ্ঠু সমাধানে আসুক। না হলে আমরা হরতালের কারণে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুব সমস্যায় আছি।'

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ হাবিবুল্লাহ খান : 'বিরোধী দল যা বলেছে এনিয়ে আমার তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তবে এ কর্মসূচিতে কিছুটা হলেও সমস্যা হবে। তবু সব দিকই তো দেখতে হবে। আমার মতামত হচ্ছে হরতালটা যদি মাসের ১০/১২ তারিখের মধ্যে শেষ হতো তবে পরীক্ষার কোনো সমস্যা হতো না। দশ দিনে পরীক্ষা শেষ করার ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্লাশে সমস্যা না হলেও নবম দশম শ্রেণীতে সমস্যা হবে। তবু যেভাবেই হোক ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে।'

তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মোঃ আলাউদ্দিন ভূইয়াঃ 'আমাদের সিদ্ধান্ত ছিলো ২৩ নভেম্বর থেকে বার্ষিক পরীক্ষা নেয়ার। কিন্তু বিরোধী দলের বক্তব্য অনুসারে যদি হরতাল হয় তবে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করতে হবে। প্রয়োজনে শুক্রবারেও নিতে হবে। আমাদের স্কুলে প্রায় তিন সহস্রাধিক ছাত্র। সব ক্লাশে ৭টি করে সেকশন। তবু বিরোধী দল ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ব্যাপারটা চিন্তায় এনেছে তাতে মনে হয়েছে তাদেরও ছেলে মেয়ে পড়ালেখা করে।'

ধানমন্ডি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শামসুল হক : 'আমরা যেহেতু সারা বছর ছেলেমেয়েদের পড়িয়েছে সেহেতু বার্ষিক পরীক্ষা তো নিতেই হবে। বিরোধী দল সময়টা আগে থেকে ঘোষণা দিয়ে দেয়ায় আমরা সজাগ হয়েছি। ঘোষণা না দিলে সমস্যা হতো।'

নাখালপাড়ার অধিবাসী অভিভাবক ডাঃ মোঃ সাদেক মজুমদার, : আমার ছেলে হরতালে মোটেও পড়ালেখা করে না। কাজেই আমি ব্যক্তিগতভাবে হরতালকে সমর্থন করি না। বিরোধী দল যে দশদিন সময় দিয়েছে পরীক্ষা নেয়ার জন্যে সেটা ঠিক থাকলেও তার আগে যে সাতদিন হরতাল দিয়েছে। এসময় তো ছেলের পড়ালেখা হবে না।'

বিজি প্রেস কোয়ার্টারের বাসিন্দা অভিভাবক রফিক : 'পরীক্ষার আগে স্কুল থেকে নোট দেবে, সিলেবাস দেবে। হরতাল দেয়ায় সেটা তো আর সম্ভব হবে না। আমি মনে করি দশ দিন সময় বেঁধে দেয়া মানে স্কুলের ছেলেমেয়েদের ওপর চাপের সৃষ্টি করা।'